স্বল্প পুঁজিতে অফিস-ব্যবসা চালান—

নাজমা কাদের
nazkad@bdonline.com

বাসায় থেকে অর্থ উপার্জনের অফুরন্ত সুযোগ

দক্ষ কিংবা আধা-দক্ষ (semi-skilled) শ্রম শক্তি সৃষ্টির সাথে সাথে এই শক্তিকে যথোপযুক্ত কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় দেশে ক্রমশই বেকারত্বের হার বাড়ছে। সমাজের সকলের সঠিক সহযোগিতা ছাড়া কোন সরকার কিংবা গোষ্ঠীর পক্ষে এ সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। তাই আধুনিক প্রযুক্তি আর নিজস্ব আইডিয়াকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুঁজিতে স্বাধীনভাবে উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে পারেন। এর দিগন্ত বিশাল। কেমন করে কিভাবে ঝুঁকিবিহীন বিপুল এই সম্ভাবনার সুযোগ কাজে লাগিয়ে আয়-উপার্জন করা যায় সে সম্পর্কেই এই প্রতিবেদন।

এক. জ্যাকি ডিরোমা, পাঁচ সন্তানের জননী—যাদের বয়স ৭—১৭ বছর। এছাড়াও তার সংসারে ৩টি কুকুর ও ২টি বেড়াল আছে। স্বামী সংসার নিয়ে কোন রকমে কেটে যাচ্ছিল তার দিন। তিনি একটি হোটেলে চাকরি করতেন। ডিউটি ছিল রাতে। তাই স্বামী সন্তানকে সময় দেয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ করেই চাকরিটা চলে গেল। ভড়িঘড়ি করে কোন চাকরিও পাচ্ছিলেন না। তাই উপায়ান্ত না পেয়ে ছবি আঁকা শুরু করলেন। আর্টে তার কোন ডিগ্রী ছিল না। স্কুল জীবনে পড়া লেখার মাঝে মাঝে শখ করে ছবি আঁকতেন। এখন এটাই তার পুঁজি। জ্যাকি নিজের বাসায় থেকেই অবসর সময়ে ছবি আঁকছেন। নিজস্ব একটি ওয়েব সাইটও খুলেছেন। এখন অর্ডার মাফিক ছবি একে নেটের মাধ্যমে বিক্রি করে স্বচ্ছলভাবে সংসার চালাচ্ছেন। রুটিন মাফিক কাজ নেই বলে পরিবারের জন্য প্রচুর সময়ও দিতে পারছেন। বাচ্চাদের সাথে খেলা করতে পারছেন। মার্কিন এই গৃহিণী বাসায় বসে আয় করেই শেষ বয়সে স্বামী সন্তান এবং নাতী-নাতনী নিয়ে আনন্দ উচ্ছাসে দিন কাটানোর স্বপ্ন দেখছেন।

বাসায় যে পিসিটি আয়-উপার্জনের মাধ্যম হতে পারে অবসর সময়ে সেটিই ছেলে-মেয়েদের কমপিউটার শিক্ষায়, বিনোদনে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশেষ কোন বিষয়ে জ্ঞান আহরণে অথবা বিদেশে অবস্থানরত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।

দুই. ৪৩ বছর বয়সী এরূপ আরেকজন মার্কিন রমণী চমৎকার একটি আইডিয়া কাজে লাগিয়ে বাসায় বসে কাজ করেই এখন মাসে ৩০,০০০ ডলার উপার্জন করছেন, কেমন করে সরকারের কাছ থেকে বিনামূল্যে একটি হুইল চেয়ার পাওয়া যায় এতদ্‌সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ইন্টারনেট মারফত বিক্রি করে। তার প্রতিবন্ধী মায়ের জন্য একটি হুইল চেয়ার সংগ্রহ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা থেকেই এরূপ আইডিয়া এসেছিল তার মনে। এটিই তিনি রিপোর্ট আকারে ২০ ডলার মূল্যে বিক্রি করেছেন। এটি তৈরি করতে সব মিলিয়ে তার খরচ হয় মাত্র ২ ডলার। বাকি পুরোটাই লাভ। একটি সাধারণ জিনিস থেকে এতো অর্থ উপার্জন অবিশ্বাস্যই মনে হয় বৈকি।

তিন. গোবিন্দ রাও, আইআইটি খড়গপুর থেকে মেকানিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রীধারী। ছোট পাওয়ার প্ল্যান্ট প্ল্যানিং ফার্মে কাজ করতেন। ১৯৯৪ সালে চাকরি ছেড়ে একটি ইন্টারনাল ফ্যাক্স মডেমসহ ৩৩ মে.হা. ৩৮৬ পিসি, এবং একটি এপসন LX800 প্রিন্টার কিনে বাসার খাবার ঘরের টেবিলে রেখে নিজস্ব কাজ শুরু করেন। তখন পরিবারের সবাইকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হতো রান্না ঘরে। মাঝে মধ্যে তারা ড্রইং রুমের মেঝেতে খেতেন। তাতেও বাচ্চারাসহ সবাই খুশি। এরপর যুক্ত হলো ইউপিএস। প্রতিষ্ঠা করলেন 3EC নামে একটি কন্সালটেন্সি ফার্ম। বর্তমানে তার রয়েছে ৯টি পিসি, ১টি লেজার প্রিন্টার, ২টি এক্সটারনাল মডেম। তবে ভাইনিং রুমে নয়, ছোট্ট একটি আলাদা অফিসে। এখন ৩টি মেট্রোপলিটান শহরে তিনি ব্রাঞ্চ অফিস চালু করেছেন। কর্মচারীর সংখ্যা ৩৫। আয়ও করছেন প্রচুর।

চার. আরতি হিরজী, বয়স প্রায় ৩০। ৩ বছর বয়সের একটি বাচ্চা দেখাশুনা করা ছাড়াও সংসারের প্রায় সব কিছুই তাকে সামলাতে হয়। এরই ফাকে ফাকে অবসর সময়ে কোলকাতাতে একটি ডিপার্টমেন্টাল সেন্টার চালাচ্ছেন। ওয়েব সাইটেও পণ্য সামগ্রী বিক্রি করছেন। নেটে তার ঠিকানা CalArcade. এখানে অর্ডার দিলে গৃহস্থালীর প্রায় সব পণ্যসামগ্রীই পাওয়া যায়। তার বিনিয়োগ একটি ডেস্ক চেয়ার, পড়ার ঘরের কোণায় ছোট্ট একটু স্থান, ফ্যাক্স মডেমসহ একটি পিসি এবং ওয়েব সাইট হোস্টিং। কোলকাতার ক্রেতারা কি চান তা খুব ভালভাবেই স্টাডি করেছেন তিনি। অর্ডার নিয়ে ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল বা যেকোনভাবেই হোক ভেন্ডরদের তিনি জানিয়ে দেন। ব্যাস, লেনদেন শেষ। আইটেমের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন পায় CalArcade. তিনি এখন সরাসরি মার্কেটিংও শুরু করেছেন এবং অর্ডার প্রসেসিং কাজের জন্য তাকে অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে কমপিউটার জানা লোক—যা তিনি সংগ্রহ করছেন কমপিউটার ট্রেনিং ইন্সটিটিউটগুলো থেকে।

পাঁচ. হাবিবুর রহমান, বয়স ৩৬। এপ্লায়েড ফিজিক্সে এম.এসসি (১৯৮৫)। ১০ বছর চাকরির পর একটি মাত্র পিসি নিয়ে বাসায় বসেই কাজ করছেন। এখন চাকরির চেয়ে অনেক বেশি উপার্জন করছেন। তার মতে পরিবেশ ও মন ভাল থাকলে রুটিন-মাফিক কাজ করতে না হলে সফটওয়্যারের ডেভেলপমেন্টের কাজ ভালভাবে করা যায়। প্রয়োজনে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করেন। বাসায় কাজ করেন বলে স্ত্রী ও সন্তান (৫ বছর) নিয়ে পারিবারিক সময় কাটে খুব আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যে। ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামে ঘন্টার পর ঘন্টা সময়ও নষ্ট হয় না।

ছয়. খান মোঃ কামরুজ্জামান, একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। বাড়তি কিছু আয়ের জন্য বাইরে থেকে কাজ নিয়ে এসে বাড়িতে বসে কাজ করছেন। ইতোমধ্যে ইংল্যান্ডের একটি কাজ করে দিয়েছেন। বাসায় বসে কমপিউটার প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন। এছাড়া তার কমপিউটার ব্যবহার করে পরিবারের সবাই (স্ত্রী ও দুই সন্তান) কমপিউটার শিখতে পারছে। এজন্য তিনি পেশার বাইরে অতিরিক্ত গড়ে ৩—৪ ঘন্টা শ্রম দেন।

সুপ্রিয় পাঠক। উপরে যে ছয়টি ঘটনার কথা বলা হলো এগুলো বর্তমান সমাজের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই উদাহরণগুলো থেকে আমাদের শেখার কিছু রয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে এমন কিছু বাস্তবতা লুকিয়ে আছে যা অনেকেই অনুসরণ করতে পারেন।

এদের সবাই প্রযুক্তি সচেতন। তাই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিজস্ব ব্যবসায় সাফল্য লাভ

করেছেন। তাদের বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি খুবই কম। স্বাধীনভাবে তারা কাজ করছেন। ট্রাফিক জ্যামে অযথা তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে না। তারা প্রত্যেকেই বাসায় পরিবারের সদস্যদের প্রচুর সময় দিতে পারছেন সাথে আর্থিক স্বচ্ছলতাও অর্জন করছেন।

শুধু কি এ ব্যবসাগুলোই বাসায় বসে পিসির সাহায্যে করা যায়? না। এরকম অনেক ব্যবসা ও বাণিজ্য রয়েছে যা আজকাল যে কেউই কিছুটা কমপিউটার সাক্ষরতা থাকলেই বাসা-বাড়িতে থেকেই শুরু করতে পারেন। বিভিন্ন জরীপের ফলাফলে দেখা গেছে কেবল উন্নত দেশগুলোতে নয়, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশেও বাসা-বাড়িতে বসেই নিজের ব্যবসা তথা অফিস করার প্রবণতা বাড়ছে।

কাজ কর্মের ধরনের উপর নির্ভর করে আজকাল অফিসেরও ধরন পাল্টেছে। তাই বলা যায় পরিবারের যেকোন একজন সদস্যও যদি আয় উপার্জন বৃদ্ধির জন্য বাসায় বসে কাজ করেন তবে সেটিকে হোম অফিস (Home Office) বলা হয়। একটি ছোট অফিস (Small Office) আবাসিক এলাকাতেও হতে পারে আবার অন্য কোথাও হতে পারে। উন্নত বিশ্বে এ দুটোকে একত্রে SOHO (Small Office Home Office) নামে অভিহিত করা হয়। ছোট অফিসে কমপক্ষে একটি টেলিফোন লাইন সংযোগ থাকবে। হোম অফিসেও টেলিফোন থাকতে পারে তবে তা পরিবারের অন্যান্যরাও ব্যবহার করতে পারে। একটি ছোট অফিসে ১০ জনের কম লোকবল থাকে।

ছোট ব্যবসা কিন্তু আরো বড় আকারের। যার কর্মচারীর সংখ্যা ১০—৫০ জন। আপনার বাসগৃহ যদি শহরে হয়ে থাকে দেখবেন আপনার আশেপাশের অনেকে বাসাতেই প্রথমে ছোট আকারে ব্যবসা/কাজ শুরু করেছেন। এবং অবশ্যই তারা তথ্য প্রযুক্তির সুফল ব্যবহার করছে পেশার উন্নতির জন্য। কমপিউটার জগৎ পরিচালিত এক প্রাথমিক জরীপে দেখা গেছে বাসায় ব্যবহার করার জন্য আমাদের দেশে এখন যত পিসি বিক্রি হয় তার প্রায় এক চতুর্থাংশই এখন হোম অফিস বা কোন না কোনভাবে আয় উপার্জন বাড়ানোর কাজে কিছু সময়ের জন্য হলেও ব্যবহৃত হয়। যেমন অফিসের কাজের পরে বাসায় বসে কাজ করা বা টেলিকমিউটিং। টেলিকমিউটিং হচ্ছে অফিসের করণীয় কাজ অফিসে না গিয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বাসায় থেকে করে দেয়া।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকাতে বাসায় বসে কাজ করার কর্মী সংখ্যা বছরে ১৫% হারে বাড়ছে। উচ্চপদে আসীন কর্মকর্তাদের ৭% এখন আংশিকভাবে হলেও টেলিকমিউটিং করে থাকেন। হিসেব মতে এতে জনপ্রতি দৈনিক কমপক্ষে গড়ে ৯০ মিনিট সময় বাচে। জরীপে দেখা গেছে আমেরিকায় বাসায় বসে সপ্তাহে দু'দিন কাজ করলেও বছরে সাশ্রয় হয় ৬,০০০ থেকে ১২,০০০ ডলার! কারণ অফিস ভাড়া, যন্ত্রপাতির আনুষঙ্গিক খরচ টেলিকমিউটিংয়ের ফলে বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

এই প্রতিবেদনটিতে Small Office Home Office (SOHO) বিশেষ করে হোম অফিস সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

বাসা-বাড়িভিত্তিক ব্যবসায়ের সুবিধা

বাসা-বাড়িতে ব্যবসা শুরু করার বহু সুবিধা রয়েছে। এখানে যে কোন সময়ে ইচ্ছে করলেই ব্যবসা শুরু করা যায় এবং এতে মূলধনের পরিমাণ প্রয়োজন হয় খুবই কম। অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি পিসি (এবং একটি টেলিফোন সংযোগ) হলেই চলে। আরো যা সুবিধা রয়েছে সেগুলো হলো—

* বাড়তি ভাড়ার দরকার হয় না। আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজের জন্যও বিশেষ ব্যয় নেই।
* কাজ করার আরামদায়ক পরিবেশ। নিজেই নিজের বস্ হওয়া যায়।
* পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় সঙ্গ দেয়া যায়। আনুষঙ্গিক মালামাল সংরক্ষণের অতিরিক্ত ঝামেলার প্রয়োজন হয় না।
* অফিসে যেতে হয় না বলে যাতায়াতের খরচ কমে এবং একই কারণে (বিশেষ করে ট্রাফিক জ্যামে) সময়ের অপব্যবহার হয় না।
* ট্যাক্স প্রদানের বাড়তি ঝামেলা থাকে না।
* অফিসের দলাদলি থেকে মুক্ত পরিবেশ।
* যখন যতটুকু ইচ্ছে কাজ করার সুবিধা ও স্বাধীনতা থাকে।
* নিজের দক্ষতার পুরোপুরি ব্যবহার এবং তার স্বীকৃতি।
* পরীক্ষা-নিরীক্ষা ত্রুটি-বিচ্যুতির ন্যূনতম ঝুঁকি এবং ওভার হেড ব্যয় নেই বললেই চলে।

কাজেই কম ঝুঁকি নিয়ে নিজের সুবিধামত কাজে এবং উচ্চতর গতিতে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া যায়। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখবেন বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন কাজের সময় বেড়াতে আসতে চাইলে বিনয়ের সাথে তাদের জানিয়ে দেয়া ভাল যে আপনি ঐ সময় কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তাকে অন্য একটি সুবিধামত সময়ে আসতে বলুন। আরেকটি ভাল সিদ্ধান্ত হতে পারে যদি সম্ভব হয় কাজের ঘরটিকে আলাদা করে নেয়া। এর ফলে কাজ করার সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা বিরক্ত হবেন না।

আনুষঙ্গিক সামগ্রী ও ফোন

বাসা-বাড়িভিত্তিক ব্যবসায়ের একটি অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে। এজন্য আপনাকে অতিরিক্ত কোন ফোন লাইন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী কেনার প্রয়োজন নেই। তবে অন্যান্য সামগ্রীও প্রয়োজন মাফিক সংগ্রহ করা যায়।

একটি মাত্র টেলিফোন লাইনই বেশির ভাগ ছোট ব্যবসায়ের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ব্যবসা বেড়ে গেলে একাধিক লাইন প্রয়োজন হবে যাতে করে এক সাথে একাধিক কল রিসিভ করা যায়। বর্তমানে টেলিফোন সেটে মেমোরিতে অনেক নম্বর স্টোর করে রাখা যায়, একটা বাটন চাপলেই কাঙ্ক্ষিত নম্বরে ডায়াল করা যায়, স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিডায়াল বা দ্রুত ডায়াল করা যায়। এমনকি কল ওয়েটিং, কনফারেন্স কলিং (একাধিক নম্বরে একসাথে কথা বলা), কল ফরওয়ার্ডিং (ইনকামিং কলকে পূর্ব থেকেই প্রোগ্রাম করা অন্য নম্বরে স্থানান্তর) করা যায়। কর্ডলেস ফোনেও বাসার সুবিধাজনক যেকোন স্থান থেকে কল রিসিভ করা যায়। ফোনে স্পীকার থাকলে হোল্ডে অপেক্ষা করতে থাকাকালীন সময়ে কাজ করা যায় বা হাতে কাজ করতে করতেও কথা বলার সুবিধা পাওয়া যায়।

আপনার জন্য সঠিক বিজনেস আইডিয়া

সত্যিকার অর্থে কি ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য আপনার জন্য উপযুক্ত হবে তা আগাম বলা সমীচিন নয়। তবে নিচের শর্তগুলো পূরণ করে এমন বিজনেস আইডিয়ার কথা ভাবা যেতে পারে।

* এটা এমন যা আপনি জানেন এবং ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।
* এমন একটা কিছু যা আপনি করতে পছন্দ করেন এবং দিনের পর দিন এটা করতে পিছপা হবেন না।
* এধরনের ব্যবসার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং দীর্ঘদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে এ ব্যবসা করা যাবে।
* এটা এমন দামে বেচা যাবে যা দিয়ে ওভারহেডসহ সময়, খরচ উঠে যাবে এবং ভাল লাভজনক হবে।
* প্রয়োজনে এর জন্য আপনি উপযুক্ত পরিমাণ পুঁজি জোগাড় করতে পারবেন এবং লাভজনক না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারবেন।

আপনার বিজনেস আইডিয়া যথোপযুক্ত কিনা তা যাচাই

নতুন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করার প্রথম ধাপটি হলো ব্যবসাটির ধরন আপনার জন্য কতটুকু উপযোগী এবং ক্রেতাদের আপনি আপনার ব্যবসায় আকৃষ্ট করতে পারবেন কি-না। আপনার বিজনেস আইডিয়াটি সঠিক কিনা তার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ/যাঁচাই করুন।

* ইয়েলো পেজ, অন্যান্য বিজনেস ডিরেক্টরি এবং সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে দেখুন আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যবসার অনুরূপ আর কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি আছেন। এতে বুঝতে পারবেন বাজারে এ ধরনের ব্যবসার প্রসারতা কতটুকু এবং আপনাকে কতটুকু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে।
* আপনার ব্যবসায়ের ধারা ভবিষ্যতে কি রকম হতে পারে, ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ ব্যবসা দ্রুত বাড়বে, ক্রেতারা ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের পণ্য কিনবেন এবং কি ধরনের জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে সে সম্পর্কে নামী-দামী গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান নিয়মিত সংগ্রহ করুন। এতে আপনার ব্যবসার বর্তমান

বাসা-বাড়িতে থেকে করা যেতে পারে এমন শতশত কাজের মধ্য থেকে নিচে কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ করা হল। যা থেকে আপনি পছন্দমত যথোপযুক্ত কাজটি বেছে নিতে পারেন।

ছবি আঁকা, ডিজাইন করা, আর্ট গ্যালারি, এডভারটাইজিং কন্সালটেন্সী, কমপিউটার ট্রেনিং, কমপিউটার আপগ্রেড সার্ভিস/কমপিউটার রিপেয়ারিং, ডেস্কটপ পাবলিশিং, ওয়ার্ড প্রসেসিং, ওয়েব ডিজাইন, বায়োডাটা লেখা, মেডিকেল এবং লিগ্যাল ট্রান্সক্রিপশন, কন্সালটেন্সী, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, সেমিনার/প্রদর্শনীর আয়োজন, বিয়ের মধ্যস্থতা, বই-পুস্তকসহ যে কোন কিছু অনুবাদ (অনুবাদ সার্ভিস), ওয়েব সাইট স্থাপন (হোস্টিং), অন-লাইন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বই/পুরানো বইয়ের স্টোর, দেশ-বিদেশে ভর্তি কোচিং, তথ্য সরবরাহ সার্ভিস, পুরানো গাড়ি/আসবাবপত্র বেচা-কেনা, ফটোগ্রাফী, প্রিন্ট, ব্রোকার, ক্ষীণ প্রিন্টিং, কার্টুন তৈরি, কলাম লেখক, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন তৈরি, ক্রোড়পত্র, নিউজ লেটার উৎপাদন, কমপিউটার ব্যবসা এবং কমপিউটার প্রোগ্রামিং।

এবং ভবিষ্যতে কিরূপ চাহিদা হবে তার ধারণা নিতে পারবেন।

* বিভিন্ন বইয়ের দোকান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এমনকি স্টেশনারি দোকানে গিয়ে যাচাই করুন কোন্ ধরনের পণ্য ক্রেতারা কিনছে।
* বিভিন্ন ম্যাগাজিনে এবং পত্র-পত্রিকায় আজকাল ছোট ছোট ব্যবসা সম্পর্কিত প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে, এগুলো নিয়মিত পড়ুন। লাইব্রেরিতে গিয়ে অনেক রেফারেন্স বইও দেখতে পারেন।
* আপনার চোখ-কান খোলা রাখুন। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন-সহকর্মীদের কাছ থেকে মতামত নিন। অনেকে বিরূপ মতামত দিতে পারে তাতে দমে না গিয়ে সবদিক যাচাই করুন।

কাজগুলো বিরক্তিকর মনে হতে পারে। তবে এতে অনেক কিছু জানতে পারবেন যা ভবিষ্যতে সাফল্যের জন্য কাজে লাগবে।

কাজ শুরু করবেন কি-না?

আপনি আপনার আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু করবেন কি-না এজন্য আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই যথেষ্ট। এরপরও নিচের বিষয়গুলো ভেবে দেখুন—

* আপনার উদ্দেশ্য, আগ্রহ এবং দক্ষতা।
* আপনার নির্দিষ্ট চাহিদা, ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্যতা।
* আপনার কি কি রয়েছে এবং ব্যবসা শুরু করার আনুষঙ্গিক ব্যয়।
* আপনার ধারণাটি যথোপযুক্ত কি-না তার গবেষণামূলক বিশ্লেষণ।

নিচের বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন হবে না—

* কেবলমাত্র ইন্টারনেটে পাওয়া সাকসেস স্টোরি পড়ে।
* অন্য আর কোন কিছু করার নেই এই ধারণা।
* আপনার কোন কিছু হারানোর নেই এই মনোভাব।
* অন্য অনেকে এ কাজ করছে।
* এ কাজ আপনার করা উচিৎ বলে অন্য কেউ বলেছেন।

বাসায় থেকে ব্যবসা করার কয়েকটি ধারণা

তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বাসা-বাড়িতে থেকে করা সম্ভব এরকম অনেক কাজ রয়েছে। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সব ধারণাই সবক্ষেত্রে বা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। এখানে কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ করা হল। যা থেকে আপনি পছন্দমত যথোপযুক্ত কাজটি বেছে নিতে পারেন—

ছবি আঁকা, ডিজাইন করা, আর্ট গ্যালারি, এডভারটাইজিং কন্সালটেন্সী, কমপিউটার ট্রেনিং, কমপিউটার আপগ্রেড সার্ভিস/কমপিউটার রিপেয়ারিং, ডেস্কটপ পাবলিশিং, ওয়ার্ড প্রসেসিং, ওয়েব ডিজাইন, বায়োডাটা লেখা, মেডিকেল এবং লিগ্যাল ট্রান্সক্রিপশন, কন্সালটেন্সী, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, সেমিনার/প্রদর্শনীর আয়োজন, বিয়ের মধ্যস্থতা, বই-পুস্তকসহ যে কোন কিছু অনুবাদ (অনুবাদ সার্ভিস), ওয়েব সাইট স্থাপন (হোস্টিং), অন-লাইন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বই/পুরানো বইয়ের স্টোর, দেশ-বিদেশে ভর্তি কোচিং, তথ্য সরবরাহ সার্ভিস, পুরানো গাড়ি/আসবাবপত্র বেচা-কেনা, ফটোগ্রাফী, প্রিন্ট, ব্রোকার, স্ক্রীণ প্রিন্টিং, কার্টুন তৈরি, কলাম লেখক, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টেশন তৈরি, ক্রোড়পত্র, নিউজ লেটার উৎপাদন, কমপিউটার ব্যবসা এবং কমপিউটার প্রোগ্রামিং।

ব্যবসার পরিকল্পনা তৈরি

যেকোন ব্যবসার জন্য একটি প্ল্যান বা পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যকীয় কাজ। তাই বাসা-বাড়িতে বা ছোট ব্যবসা ক্ষেত্রেও আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবসা নির্ধারণ করে কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই একটি সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সে অনুযায়ী এগুতে হবে, আপনার যা কিছু আছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে এবং নিয়মিত অগ্রগতি যাচাই করতে হবে। গা ছাড়াভাবে 'দেখা যাক, কি হয়' এমনটি ভাবা আদৌ ঠিক নয়। তাহলে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে। ভালভাবে তৈরি করা একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি কিভাবে এগুবেন এবং সময়মত লক্ষ্যে পৌঁছাবেন তা ধাপে ধাপে সমাধানে সহায়তা করবে। আপনার পরিকল্পনাই আপনার ব্যবসা সঠিক পথে পরিচালনা করবে এবং ব্যবসার জন্য কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করবে। এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা আপনার কাজ (task) থাকবে যাতে কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে তা আপনি যাচাই করতে পারবেন।

ব্যবসার নামকরণ

আপনার ব্যবসাটি আপনার কাছে অনেক মূল্যবান। একটি সুন্দর আইডিয়া লালন-পালন করে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভবিষ্যতের অনেক উচ্চাশা নিয়ে আপনি একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাই এর একটি সুন্দর নামকরণ করুন। নামকরণ করার সময় নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে পারেন—

* আপনার ব্যবসায়ের নামটি যেন অস্পষ্ট না হয়ে অর্থবহ হয়। নাম শুনলেই যেন অনেকটা ধারণা নেয়া যায়-আপনার ব্যবসার ধরনটি কি। যেমন তৌহিদ ডেস্কটপ পাবলিশিং নামটি ঢাকা কমপিউটার হাউস নামের চেয়ে বেশি বর্ণনামূলক এবং পরিচিতি দিবে।
* নামটি যেন সহজ-সুন্দর এবং উচ্চারণ করতে কষ্ট না হয়।
* এমন একটি নাম পছন্দ করুন যা দীর্ঘদিন এবং আপনার ব্যবসার পরিধি বেড়ে গেলেও ব্যবহার করা যায়।
* নামটিতে স্বকীয়তা রাখতে পারলে ভাল হয়। এ ব্যাপারে আপনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শ নিতে পারেন।
* নাম নির্ধারণ হলে রেজিস্টার্ড করে নিন যাতে করে অন্য কেউ এটি নিজের নামে নিয়ে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি করতে না পারে।

একটি সঠিক সুন্দর নাম নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। আর যেহেতু ব্যবসাটিতে আপনার অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ হবে, দীর্ঘদিন এটিকে লালন-পালন করতে হবে তাই ভেবে-চিন্তেই এটি নির্ধারণ করুন।

কাজ এবং মূলধন জোগাড়

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে বাসা-বাড়িতে বসে ব্যবসা করার জন্য কেবলমাত্র ১টি পিসি বা টেলিফোন নিয়েও কাজ আরম্ভ করা যায়। তবে কার্যকরভাবে ব্যবসায় জড়িত হতে চাইলে প্রয়োজনের তাগিদে অবশ্যই তার সাথে অন্যান্য বেশ কিছু সামগ্রীরও দরকার হতে পারে। প্রয়োজনের তাগিদে হয়তোবা ধাপে ধাপে। এগুলো যদি আপনার বাসায় না থাকে তবে তা জোগাড় করতে হবে। তখনই প্রয়োজন পড়বে বাড়তি অর্থায়নের। এক্ষেত্রে নিচের ধারণাগুলো বিবেচনায় আনতে পারেন—

* আপনি যদি অবসর সময়ে বাড়তি আয়ের জন্য ঘরে বসে কাজ করতে চান তাহলে বিনিয়োগ না বাড়িয়ে দেখুন না আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যবসাটিতে আপনি কিরূপ সাড়া পাচ্ছেন। এতে অর্থ ব্যয় ছাড়াই আপনার দক্ষতা বাড়বে।
* ব্যবসায়ে এর থেকে বেশি জড়িত হতে চাইলে আপনার চাকরিটাকে পার্ট-টাইম করে নিন। তখন প্রচুর বাড়তি সময় পাবেন ব্যবসায়ে মনোযোগ দেয়ার। তবে লাভ-ক্ষতির বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।
* যে কোম্পানিতে চাকরি করছেন তা ছেড়ে দিয়ে সেই কাজগুলোই কোম্পানির কাছ থেকে কন্ট্রাক্ট নিয়ে ঘরে বসে করতে পারেন। এতে করে কোম্পানিটিও অর্থ সাশ্রয় করতে পারবে। আর আপনি ব্যবসার একটি ভিত্তি পাবেন। তবে কোন অবস্থাতেই সেই কোম্পানির কোন ক্লায়েন্ট বা ক্রেতাকে আপনার ব্যবসায় আনার চেষ্টা করবেন না। এতে আপনার গুডউইল নষ্ট হবে, অনেক ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতাও দেখা দিতে পারে।
* যতদূর সম্ভব ব্যাংক হতে ঋণ নেয়া থেকে বিরত থাকুন। বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হলে অল্প অল্প করে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা সহকর্মীদের কাছ থেকে ধার নিন। এতে করে তাদের কাছ থেকে সময়ে সময়ে মূল্যবান পরামর্শও পেতে পারেন।

এবার আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন। মনে রাখবেন সব ব্যবসায়ই সহজে সাফল্য অর্জন সম্ভব নাও হতে পারে। তাই মনে দুর্বলতাকে আশ্রয় না দিয়ে চেষ্টা করে যান। সময় ও পরিস্থিতি অনুকূলে এলে সাফল্য আপনাকে ধরা দেবেই।

শেষ কথা

সরকার কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান আপনার কর্মসংস্থানের জন্য কি করবে সে জন্য বসে না থেকে বাসা-বাড়িতেই কাজ করার আইডিয়াটিকে ব্যবসা সফল করতে আজই একাগ্রচিত্তে কাজ শুরু করুন। হাতের কাছে ভাল সুযোগ থাকতে সরকার কতদিনে আপনার চাকরির ব্যবস্থা করে দিবেন এ আশায় বসে থাকবেন কেন? দেখবেন বিনা ঝুঁকিতে স্বল্প পুঁজির এ ব্যবসায় আপনার শ্রম একদিন অবশ্যই আপনাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিবে। এছাড়া আজকাল সরকার ঋণ-সুবিধা দেয়া ছাড়াও কমপিউটারের উপর ভ্যাট, ট্যাক্স মওকুফ করেছে, এতে করে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর চেয়ে কমতো বটেই অনেক ক্ষেত্রে ঢাকায় এখন সিঙ্গাপুরের চেয়েও কম দামে তথ্য প্রযুক্তি পণ্য পাওয়া যাচ্ছে, এ সুযোগ আপনার হাতছাড়া করা উচিৎ হবে না। স্বল্প পুঁজিতে আপনি নিজের ব্যবসা নিজে শুরু করুন। সেইসাথে বিনা খরচে আপনার বাসার সবাইকে কমপিউটার শিক্ষায় আগ্রহী ও দক্ষ করে তুলুন। বিন্দু বিন্দু করেই তো সিন্ধু হয়। লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক তাদের আইডিয়া কাজে লাগিয়ে কর্মে ঝাপিয়ে পড়লে দেশের চেহারাকে পাল্টে দিতে কি খুব বেশি সময় প্রয়োজন? ●

(প্রতিবেদনটি রচনায় সহায়তা করেছেন
রিয়াজুল আহসান)